গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
(প্রশাসন অধিশাখা)
১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি,
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
www.dife.gov.bd

"নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ,
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ"

বিষয় : ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: মো: আবদুর রহিম খান মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ	: ৩০-০১-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময়	: সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	: প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-১৩)
উপস্থিতি	: **পরিশিষ্ট-ক।**

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর, আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১।	APA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।	ক) সভাপতি APA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, গত ০৬ মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা, উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও লাইসেন্স নবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে। তবে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত নিয়োগপত্র প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম, নরসিংদী, যশোর ও বগুড়া; শ্রমিকের পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, কুষ্টিয়া ও যশোর; ম্যানুয়ালি প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা, যশোর, দিনাজপুর ও ফেনী; অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, ফেনী; কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ কারখানার লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, টাংগাইল, কুষ্টিয়া ও নরসিংদী; শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া; নতুন লাইসেন্সের আবেদন নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, যশোর, সিরাজগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ অর্জন করতে পারেনি। সভাপতি যে সকল কার্যালয়সমূহ গত ০৬ মাসের অগ্রগতিতে পিছিয়ে রয়েছেন পরবর্তী সভার পূর্বেই উল্লিখিত সূচকে আবশ্যিকভাবে তাদের	ক) গত ০৬ মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত নিয়োগপত্র প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম, নরসিংদী, যশোর ও বগুড়া; শ্রমিকের পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, কুষ্টিয়া ও যশোর; ম্যানুয়ালি প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা, যশোর, দিনাজপুর ও ফেনী; অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, ফেনী; কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ কারখানার লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, টাংগাইল, কুষ্টিয়া ও নরসিংদী; শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়,	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৩। জনাব মনোয়ার হোসেন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		অর্জন শতভাগ নিশ্চিত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া; নতুন লাইসেন্সের আবেদন নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, যশোর, সিরাজগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ অর্জন করতে পারেনি। পরবর্তী সভায় উল্লিখিত কার্যালয়সমূহকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	
		খ) এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে সভাকে অবহিত করেন যে, অধিকাংশ কার্যালয় হতে প্রতিবেদন আপলোডের ক্ষেত্রে সংখ্যা ও শতকরা ভিত্তিক তথ্য আপলোডের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে না ফলে সামগ্রিক মূল্যায়ন করা দুরূহ ও কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব হচ্ছে। তিনি সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে তদারকি করার জন্য সভাপতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণকে অনুরোধ করেন। সভাপতি প্রধান কার্যালয়ের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সাথে একমত পোষণ করেন এবং এপিএমএস সফটওয়্যারে সংখ্যা ও শতকরা ভিত্তিক যেভাবে প্রতিবেদন সংযোজন করার নির্দেশনা রয়েছে সেভাবে সংযোজন করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন এবং ৩১টি কার্যালয়ের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন শাখা)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	খ) এপিএ প্রতিবেদন সফটওয়্যারে আপলোডের ক্ষেত্রে সংখ্যা ও শতকরা ভিত্তিক তথ্য আপলোড নিশ্চিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে তদারকি করতে হবে এবং উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন শাখা)-কে ৩১টি কার্যালয়ের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে তথ্য আপলোডের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পরবর্তী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	
		গ) লিমার মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনিষ্পন্ন অভিযোগের হার বেশি থাকার বিষয়টি উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন প্রাপ্ত অভিযোগের তারিখের ওপর অভিযোগ নিষ্পত্তির হার নির্ধারণ করা যেতে পারে। তাহলে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বলেন, প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য নিয়ে জটিলতা হওয়ায় কী প্রক্রিয়ায় অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করা যায়; সে বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সভাপতি প্রস্তাবের সাথে সহমত পোষণ করেন এবং ৩০ দিন পূর্বে প্রাপ্ত অভিযোগের নিষ্পত্তির তথ্য প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার এবং অতিরিক্ত মহাপরিদর্শককে আহবায়ক করে একটি ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা প্রদান	গ) প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ৩০ দিন পূর্বের অভিযোগ প্রাপ্তির তথ্য অর্থাৎ নিষ্পত্তির সংখ্যা ও হার প্রতিবেদনে উপস্থাপন করতে হবে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপনের নিমিত্ত ০৫ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নোক্তরূপে একটি কমিটি গঠন করা হ'ল। আহবায়ক- অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, সদস্য- যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা), জনাব মহর আলী, উপমহাপরিদর্শক (টাংগাইল), জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান,	

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		করেন। ঘ) সভাপতি কারখানার কমপ্লায়েন্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাইডলাইন প্রস্তুতের অগ্রগতি জানতে চাইলে গাইডলাইন প্রস্তুত কমিটির আহবায়ক জনাব ফরিদ আহাম্মদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, কমিটির সদস্যদের নিয়ে গত ১০/১২/২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় তবে কমিটির সদস্যরা কারখানার স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে কী কী সূচকের প্রতিপালনের ভিত্তিতে কারখানাকে কমপ্লায়ান্স ঘোষণা করা হবে তা নির্ধারণ করতে পারছেন না। মূলত শ্রম আইনে কমপ্লায়ান্সের কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। সভাপতি বলেন, শ্রম আইনে কমপ্লায়ান্স শব্দ না থাকলেও যে ধারাগুলো আছে তার সবগুলো যে প্রতিষ্ঠান প্রতিপালন করবে তার আউটপুট বা ফলাফলকে প্রতিষ্ঠানের/কারখানার জন্য কমপ্লায়ান্স হিসেবে বিবেচিত করা যেতে পারে। সভাপতি কমিটির সকল সদস্যদের একসঙ্গে প্রয়োজনে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শককে সাথে আলোচনা করে কমপ্লায়ান্স নির্ধারণের জন্য একটি ধারণা পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	শ্রম পরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) এবং সদস্য সচিব- উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)। কমিটি আগামী সভার পূর্বেই অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে একটি ছক প্রস্তুত করে সভাকে অবহিত করবেন। ঘ) কমপ্লায়েন্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাইডলাইন প্রস্তুত কমিটির আহবায়ক সভা আহবান করে কমিটির সদস্যদের; প্রয়োজনে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শককের মতামত এবং সুপারিশসমূহ পরবর্তী সভার পূর্বেই সভাপতিকে অবহিত করবেন।	
২।	SDG বিষয়ক কার্যক্রম	সভাপতি SDG বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে জনাব মনোয়ার হোসেন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ এসডিজি সভা করে কার্যবিবরণী প্রেরণ করেছে এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদ করেছে। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহকে এসডিজি সভা করে যথাযথভাবে কার্যবিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও হিসাব উপশাখা) ২। জনাব মনোয়ার হোসেন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
৩।	অভিযোগ (ম্যানুয়ালি, লিমা, হেল্পলাইনে-১৬৩৫৭ এবং অন্যান্য মাধ্যম)	সভাপতি অভিযোগ (ম্যানুয়ালি, লিমা, হেল্পলাইনে-১৬৩৫৭ এবং অন্যান্য মাধ্যম) গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, সকল অভিযোগের তথ্য লিমাতে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে এবং লিমার মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। তবে অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কিছু কার্যালয় পিছিয়ে রয়েছে। সভাপতি অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যেসকল কার্যালয় পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আরও সচেষ্ট হবার জন্য অনুরোধ করেন।	ক) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহকে অভিযোগ নিষ্পত্তির হার শতভাগ অর্জন করতে হবে। খ) অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যেসকল কার্যালয় পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আরও সচেষ্ট হতে হবে এবং পরবর্তী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৪।	আউটসোর্সিং লাইসেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম	ক) সভাপতি আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিদর্শকের মাধ্যমে উপমহাপরিদর্শকের সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের বিষয়ে জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) বলেন, ২-১টি প্রতিবেদন ব্যতীত অন্যান্য প্রতিবেদন সঠিকভাবেই প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকদেরকে যথাযথভাবে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। খ) সভাপতি ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স ডিজিটাইজেশন-এর অগ্রগতি জানতে চাইলে ইনোভেশন টিমের আহবায়ক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সভায় অবহিত করেন যে, সফটওয়্যারটি বিসিসি-এর সার্ভারে হোস্টিং এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং অনলাইনে আউটসোর্সিং লাইসেন্সের আবেদন গ্রহণের কার্যক্রম চালু হয়েছে। আউটসোর্সিং লাইসেন্সের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি অবহিতকরণের জন্য তিনি উপমহাপরিদর্শকদেরকে অনুরোধ করেন।	ক) আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিদর্শকের মাধ্যমে উপমহাপরিদর্শকের সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) উপমহাপরিদর্শকগণকে ইতোমধ্যে গৃহীত অনলাইনে আউটসোর্সিং লাইসেন্সের আবেদন গ্রহণের কার্যক্রম চালুর বিষয়টি আউটসোর্সিং লাইসেন্সের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৩। উপমহাপরিদর্শক (৩১টি কার্যালয়) ৪। ইনোভেশন টিমের সদস্য সচিব
৫।	LIMA সংক্রান্ত কার্যক্রম	সভাপতি LIMA-এর মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, ডিসেম্বর/২০২৩ মাসে লিমার মাধ্যমে নতুন ল্যাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন হার যথাক্রমে ৮২%, ৫৭% এবং ৪৩%। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক কিছু কার্যালয় বিশেষ করে লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ঢাকা (১.৩২%) গাজীপুর (৪২.৪২%) ও ময়মনসিংহ (২.২৭%); লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে ঢাকা (০%), ময়মনসিংহ (০%), সিলেট (১৪.৮১%) ও খুলনা (৪৩.৪৮%) এবং পরিদর্শনের হার ৫০% এর নিচে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, পাবনা, বগুড়া, খুলনা, কুষ্টিয়া, সিলেট ও মৌলভীবাজার; যা সন্তোষজনক নয় মর্মে তিনি মন্তব্য করেন।	ক) নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ঢাকা (১.৩২%), গাজীপুর (৪২.৪২%) ও ময়মনসিংহ (২.২৭%) কার্যালয়ের হার সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। খ) লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে ঢাকা (০%), ময়মনসিংহ (০%), সিলেট (১৪.৮১%) ও খুলনা (৪৩.৪৮%) কার্যালয়ের হার সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। গ) পরিদর্শনের হার ৫০% এর নিচে অর্জিত কার্যালয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর,	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। LIMA সাপোর্ট টিম

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		সভাপতি উল্লিখিত কার্যালয়সমূহকে লিমার মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রমের হার বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, পাবনা, বগুড়া, খুলনা, কুষ্টিয়া, সিলেট ও মৌলভীবাজার-কে সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি করতে হবে।	
৬।	Industrial safety unit (ISU)	সভাপতি Industrial safety unit (ISU)-এর অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) সভাকে অবহিত করেন যে, EU Action Plan অনুযায়ী Category-2, (375 টি কারখানা) এবং Category-3, (240 টি কারখানা) পরিদর্শনের জন্য ISU-এর উপমহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে টিম গঠন করা হয়েছে এবং পরিদর্শনের জন্য যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক চিঠি অত্র দপ্তর হতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। যানবাহনের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি, যে সকল কারখানার ccvv (Cap Closing Verification Visit) সম্পন্ন হয়েছিল তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে Cap Completion Certificate প্রদান করা হচ্ছে। যেহেতু, পূর্ববর্তী সংস্কারমূলক কাজের তদারকি ILO- অর্থায়নে সম্পন্ন হত, বর্তমানে সেই অর্থায়ন আপাতত স্থগিত থাকায়, সংস্কারমূলক কাজের অগ্রগতি তদারকি করা যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। সভাপতি Industrial safety unit (ISU) বিষয়ে উপমহাপরির্শক (ISU)-কে আলাদাভাবে সভা আহবানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	Industrial safety unit (ISU) বিষয়ে উপমহাপরির্শক (ISU)-কে আলাদাভাবে সভা আহবান করে সভাপতিকে অবহিত করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) ২। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ ৩। উপমহাপরির্শক (ISU)
৭।	কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিষয়ক কার্যক্রম	সভাপতি কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা) বলেন, একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। সভাপতি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে তা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা)-কে গাইডলাইনটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে তা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পরবর্তী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা)
৮।	ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম	সভাপতি ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম-এর অগ্রগতি জানতে চাইলে জনাব সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক সভাকে অবহিত করেন যে, ডি-নথিতে ১০০% নিষ্পন্নকারী উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ:	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের দাপ্তরিক ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম অর্থাৎ নোটে নিষ্পন্ন ও পত্রজারিতে নিষ্পন্নতে অন্তত ৮০% উপরে কার্য সম্পাদন করতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক (৩১টি কার্যালয়)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫

জেলা অফিস	নোটে নিষ্পন্ন			পত্রজারিতে নিষ্পন্ন		
	ম্যানুয়াল	ডি-নথি	মোট	ম্যানুয়াল	ডি-নথি	মোট
ফরিদপুর	০	৩	১০০%	০	৫	১০০%
টাঙ্গাইল	০	১০৩	১০০%	০	৩৯	১০০%
ময়মনসিংহ	০	৫৫	১০০%	০	৬৩	১০০%
কিশোরগঞ্জ	০	২৪	১০০%	০	৯	১০০%
সিলেট	২	১০	৮৩%	০	১০	১০০%
মৌলভীবাজার	০	৯০	১০০%	০	৮১	১০০%
দিনাজপুর	০	৯	১০০%	০	১৬	১০০%

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ-**ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার**-এর ডি নথিতে নোট নিষ্পন্ন ও পত্রজারিতে শতভাগ (১০০%) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় সিলেট নোট নিষ্পন্নে ৮৩% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

ডি-নথিতে **(৭৫-৯৯)**% নিষ্পন্নকারী উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ:

জেলা অফিস	নোটে নিষ্পন্ন			পত্রজারিতে নিষ্পন্ন		
	ম্যানুয়াল	ডি-নথি	মোট	ম্যানুয়াল	ডি-নথি	মোট
ঢাকা	৫	৫৬	৯২%	৩	৫২	৯৫%
গোপালগঞ্জ	৭	৯০	৯৩%	৭	৯০	৯৩%
কুষ্টিয়া	২	২৬	৯৩%	২	২৩	৯২%
যশোর	১০	১০১	৯১%	১০	১০৬	৯১%
বগুড়া	১	৯	৯০%	১	৯	৯০%
রাজশাহী	১৫	২৬১	৯৫%	১৫	১১২	৮৮%
পাবনা	৩	৫৩	৯৫%	১	৬	৮৬%
নওগাঁ	৪	৩২	৮৯%	৪	২২	৮৫%
সিরাজগঞ্জ	৩৯	১৫১	৭৯%	১৪	৫৭	৮০%

ডি-নথিতে (৫০-৭৪)% নিষ্পন্নকারী উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ:

জেলা অফিস	নোটে নিষ্পন্ন			পত্রজারিতে নিষ্পন্ন		
	ম্যানুয়াল	ডি-নথি	মোট	ম্যানুয়াল	ডি-নথি	মোট
নারায়ণগঞ্জ	১৯	৪৬	৭১%	৬	১৯	৭৬%
নরসিংদী	৪	১২	৭৫%	৬	১২	৬৭%
গাজীপুর	৪৩	৮১	৬৫%	৪২	৮৩	৬৬%
মুন্সিগঞ্জ	১৮	৫২	৭৪%	১৫	২২	৫৯%
কুমিল্লা	১০	৩৬	৭৮%	২০	৩০	৬০%

ডি-নথিতে (০-৪৯)% নিষ্পন্নকারী উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ:

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>০২</td><td>০৩</td><td>০৪</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">জেলা অফিস</th><th colspan="3">নোটে নিষ্পন্ন</th><th colspan="3">পত্রজারিতে নিষ্পন্ন</th></tr>
<tr><th>ম্যানুয়্যাল</th><th>ডি-নথি</th><th>মোট</th><th>ম্যানুয়্যাল</th><th>ডি-নথি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>খুলনা</td><td>১২</td><td>৯</td><td>৪৩%</td><td>১২</td><td>৯</td><td>৪৩%</td></tr>
<tr><td>কক্সবাজার</td><td>১৫</td><td>১০</td><td>৪০%</td><td>১৫</td><td>১০</td><td>৪০%</td></tr>
<tr><td>চট্টগ্রাম</td><td>২৫</td><td>২৬</td><td>৫১%</td><td>৩৬</td><td>১২</td><td>২৫%</td></tr>
<tr><td>মানিকগঞ্জ</td><td>৪</td><td>৩</td><td>৪৩%</td><td>৩</td><td>৩</td><td>৫০%</td></tr>
<tr><td>বরিশাল</td><td>১০</td><td>০</td><td>০%</td><td>১০</td><td>২</td><td>১৭%</td></tr>
<tr><td>ফেনী</td><td>৬৯</td><td>৮</td><td>১০%</td><td>৬৯</td><td>৮</td><td>১০%</td></tr>
<tr><td>রাঙামাটি</td><td>৯৭</td><td>১০</td><td>৯%</td><td>৯৭</td><td>৯</td><td>৮%</td></tr>
<tr><td>ব্রাহ্মনবাড়ীয়া</td><td>৩</td><td>০</td><td>০%</td><td>৩</td><td>০</td><td>০%</td></tr>
<tr><td>রংপুর</td><td>৪০০</td><td>০</td><td>০%</td><td>২২৫</td><td>০</td><td>০%</td></tr>
<tr><td>জামালপুর</td><td>৯</td><td>১৯</td><td>৬৮%</td><td>১৩</td><td>০</td><td>০%</td></tr>
</table>

সভাপতি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের দাপ্তরিক ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রমে যাদের হার ৫০% এর নিচে বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রংপুর ও জামালপুর যাদের হার ০% তাদের কার্যক্রম অসন্তোষজনক মর্মে উল্লেখ করেন। সভাপতি সকল কার্যালয়কে নোটে নিষ্পন্ন ও পত্রজারিতে নিষ্পন্নতে অন্তত ৮০% উপরে ডি-নথিতে কার্য সম্পাদন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৯।</td><td>শিশুশ্রম নিরসন</td><td>
ক) সভাপতি শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছর ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত শিশুশ্রম নিরসনকৃত তথ্য:
<table>
<tr><th>APA লক্ষ্যমাত্রা</th><th>৩১ কার্যালয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা</th><th>০৬ মাসের লক্ষ্যমাত্রা</th><th>০৬ মাস পর্যন্ত অর্জন</th><th>লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনের হার</th></tr>
<tr><td>৩৪৬০</td><td>৩৭০০</td><td>১৭৩০</td><td>১৮০৫</td><td>১০৪%</td></tr>
</table>

এছাড়া ডিসেম্বর/২৩ মাসে নিরসনকৃত শিশুর সংখ্যা ৪৯৫ জন। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর/২৩ মাসে নিরসনকৃত শিশুর সংখ্যা শূন্য (০) প্রতিবেদন দিয়েছে নওগাঁ জেলা।

২। এছাড়া, গত ০৬ (ছয়) মাসের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা ৫০% এর নিচে অর্জিত হয়েছে; উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ (৪৭.৬৯%)

৩। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বরিশাল, টাঙ্গাইল, রংপুর, খুলনা, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, পাবনা, নওগাঁ, কক্সবাজার, ফেনী, মানিকগঞ্জ,
</td><td>জানুয়ারি/২০২৪ পর্যন্ত শতভাগ অর্জন নিশ্চিতের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং শ্রম হতে নিসরনকৃত শিশুর সংখ্যাগত তথ্য (মোবাইল নাম্বারসহ) ৩১টি কার্যালয় হতে সংগ্রহ করতে হবে এবং শ্রম হতে নিরসনকৃত যেসকল শিশুর মোবাইল নম্বর আছে কেবল সেকল শিশুর তথ্য যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-কে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)</td></tr>
</table>

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		জামালপুর ও গোপালগঞ্জ গত ০৬ (ছয়) মাসের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে। ৪। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় সিলেট, নরসিংদী, কুমিল্লা, যশোর, ফরিদপুর, বগুড়া, রাঙ্গামাটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া গত ০৬ (ছয়) মাসের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে পারেনি। ৫। সামগ্রিকভাবে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ গত ছয় মাসে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ৩৪৬০ জনের মধ্যে ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত ১৮০১ জন শিশুকে শ্রম হতে নিরসন করতে পেরেছেন যা লক্ষ্যমাত্রা ১৭৩০ থেকে ৪.১০% বেশি এবং দপ্তরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৭০০(১৮৫০) থেকে ২.৬৪% কম। সভাপতি ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত শতভাগ অর্জন নিশ্চিতের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।		
১০।	শুদ্ধাচার	সভাপতি শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি জানতে চাইলে সভাকে অবহিত করা হয় যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন সকল জেলা কার্যালয় ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য শাখার মেইলে প্রেরণ করেছে এবং স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করেছে। সভাপতি প্রমাণক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১১।	মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম	সভাপতি মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) বলেন, ২৪/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখের ৪০.০১.০০০০.১০১.১৮.০০১.২১.৪৯ নং স্মারকে গঠিত প্রধান কার্যালয়ের ১০টি মনিটরিং টিমের মধ্যে ১০টি টিম (জানুয়ারী-ডিসেম্বর/২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩৫টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় পরিদর্শন সম্পন্ন করেছে এবং ৩০টি পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করেছে। খ) জেলা কার্যালয়সমূহ কর্তৃক পূর্বে সম্পাদিত মনিটরিং প্রতিবেদন পরবর্তী টিমের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে ও যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। খ) পূর্বে সম্পাদিত মনিটরিং প্রতিবেদন সঠিকভাবে পরবর্তী টিমের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ২। মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ
১২।	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির কার্যক্রম	সভাপতি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির কার্যক্রম জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) বলেন, আঞ্চলিক ও জেলা শ্রম ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম জোরদার করার জন্য গত ১৩ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি তারিখে (৩১ কার্যালয়) উপমহাপরিদর্শগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রতি তিন মাসে একটি সভা আহবান	উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রতি তিন মাসে একটি সভা আহবান করতে হবে। সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। জেলা প্রশাসকের সমন্বয় সভায়	১। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		করার জন্য গত ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি: তারিখে (৩১ কার্যালয়) পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিত্বে আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটির **(অক্টোবর/২৩ থেকে ডিসেম্বর/২৩)** সভা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া জেলা শ্রম ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটির সভা **(অক্টোবর/২৩ থেকে ডিসেম্বর/২৩)** উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় যশোর, সিরাজগঞ্জ, মৌলভীবাজার, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, ফেনী, পাবনা, বগুড়া এবং মুন্সিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় যশোর, সিরাজগঞ্জ, মৌলভীবাজার, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, ফেনী, পাবনা, বগুড়া এবং মুন্সিগঞ্জ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করেছে। খ) গত ০৫ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি: এবং ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি: তারিখে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল উপমহাপরিদর্শকের (৩১ জেলা) অংশগ্রহণে প্রধান কার্যালয়ের সভা কক্ষে ক্রাইসিস কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সংযুক্তিমতে উপস্থাপন করা হলো। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক্রাইসিস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করতে হবে।	
১৩।	ইপিজেড এবং এসইপিজেড পরিদর্শন	সভাপতি ইপিজেড এবং এসইপিজেড পরিদর্শন কার্যক্রম জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) বলেন, যেসকল কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রে ইপিজেড এবং এসইপিজেড রয়েছে তাদেরকে প্রতিমাসে আবশ্যিকভাবে অন্তত ০২ (দুইটি) করে পরিদর্শন করে তার প্রতিবেদন এবং তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে গত ১১ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিঃ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ইপিজেড এবং এস-ইপিজেড পরিদর্শন প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি: মাসে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্রগ্রাম থেকে ০২টি (০১টি আরএমজি ও ০১টি নন-আরএমজি) এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, রংপুর থেকে ০২টি নন-আরএমজি কারখানা পরিদর্শন করা হয়। সভাপতি যেসকল কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রে ইপিজেড এবং এসইপিজেড রয়েছে তাদেরকে আবশ্যিকভাবে প্রতিমাসে অন্তত ০২ (দুইটি) করে পরিদর্শন করে তার প্রতিবেদন এবং তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	যেসকল কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রে ইপিজেড এবং এসইপিজেড রয়েছে তাদেরকে আবশ্যিকভাবে প্রতিমাসে অন্তত ০২ (দুইটি) করে পরিদর্শন করে তার প্রতিবেদন এবং তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১৪।	বিডার সমন্বিত পরিদর্শন পরবর্তী ১ম পর্যায়ে ৫২০৬টি কারখানার CAP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য	সভাপতি বিডার সমন্বিত পরিদর্শন পরবর্তী ১ম পর্যায়ে ৫২০৬টি কারখানার CAP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, ১ম পর্যায়ে ৫২০৬ টি কারখানা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫% বা এর নিচে নম্বর প্রাপ্ত ২১ টি কারখানাকে ৯০ দিন সময় দেয়া হয়েছে এবং ২৫% এর উর্দ্ধে কিন্তু ৫০% এর নিম্নে নম্বর প্রাপ্ত ৮৫টি কারখানাকে ১৮০ দিন সময় দেয়া হয়েছে। বাকি সকল কারখানাকে ৩৬৫ দিন সময় দেয়া হয়েছে। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ২৫% বা এর নিচে নম্বর প্রাপ্ত ২১ টি কারখানা ও ৫০% এর নিচে নম্বরপ্রাপ্ত ৮৫টি কারখানাকে ক্যাপ ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং হার্ডকপিতে রিসিভিং গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল কারখানায় মনিটরিং টিম গত ১০/১২/২০২৩ তারিখে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করেছে। ২৫% বা এর নিচে নম্বর প্রাপ্ত ২১ টি কারখানায় CAP বাস্তবায়নের সময়সীমা জুলাই, ২০২৩ মাসে শেষ হয়েছে। ২১ টি কারখানার CAP বাস্তবায়নের শতকরা অগ্রগতি ৭১.৩৫%। ৮৫ টি ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার CAP বাস্তবায়নের সময়সীমা অক্টোবর'২০২৩ মাসে শেষ হয়েছে। ৮৫ টি কারখানার CAP বাস্তবায়নের শতকরা অগ্রগতি ৬৬.৫৯%। বাকি ৫১০০টি কারখানার ক্যাপ সকল কারখানাতে ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে। এসকল কারখানায় সদস্য সচিব যেন পরিদর্শন ও তদারকি অব্যাহত রাখেন সে বিষয়ে গত ২৮/১২/২০২৩ তারিখে অতিরিক্ত মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা করা হয়েছে। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) ৫০-১০০% এর মধ্যে যে যেসকল কারখানা রয়েছে তাদের ক্যাপ বাস্তবায়নের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক টিমের সদস্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের (এরিয়া) পরিদর্শকের মাধ্যমে সঠিকভাবে করতে হবে। খ) ২৫%, ৫০% এবং ১০০% এর নিচে নম্বরপ্রাপ্ত কারখানার ক্ষেত্রে ডাইফ কর্তৃক প্রদানকৃত ক্যাপ বাস্তবায়নের তদারকি শতভাগ অর্জন না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে। গ) পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল উপমহাপরিদর্শকগণকে নিজ নিজ কার্যালয়ের সমন্বয় সভায় প্রতিমাসে বিডার সমন্বিত পরিদর্শন পরবর্তী ১ম পর্যায়ে ৫২০৬টি কারখানার CAP বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)
১৫।	বিডার ২য় পর্যায়ের সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম	সভাপতি বিডার ২য় পর্যায়ের সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম বিষয়ে জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, ক) ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটির ২য় সভায় বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সমন্বিত কলকারখানা পরিদর্শন কার্যক্রমের ২য় পর্যায়ে ১০,০০০ টি শিল্প-কলকারখানা পরিদর্শনসহ চলমান পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ২য় পর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা বাজেট অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গিয়েছে। এই বাজেটে ১০৮ টি টিম কর্তৃক ৫০০০ টি কারখানা পরিদর্শন সম্ভব হতে পারে। সেজন্য সমন্বিত পরিদর্শন কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত মনিটরিং কমিটির ১৯ মার্চ, ২০২৩ খ্রিঃ	পরবর্তী নির্দেশনার আলোকে পরিদর্শনকৃত কারখানার ক্যাপ প্রদান করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		সভায় ৫০০০ টি কারখানা পরিদর্শন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে পুনর্গঠিত ১০৮ টি টিমের প্রজ্ঞাপন হয় এবং ১০/০৬/২০২৩ তারিখে সদস্য সচিবগণ ৫০০১ টি কারখানা পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন। খ) সদস্য সচিবগণ পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন এবং www.ciams.org এ ৫০০১ টি কারখানার পরিদর্শন তথ্য ইনপুট দিয়েছেন। গ) ২য় পর্যায়ে CIAMS সফটওয়্যারে ৫০০১ টি কারখানার ক্যাপ ডেটা এন্ট্রি ব্যবহারকারীকে তার জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন লেভেলের এক্সেস পারমিশন দেওয়া হবে যাতে একজন ব্যবহারকারী শুধুমাত্র তার জন্য প্রযোজ্য টিম এবং দপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্য এক্সেস করতে পারেন। এ লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রস্তুত করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়েছে। র‍্যাভেন সিস্টেম এটি নিয়ে কাজ করছে। সভাপতি পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।		
১৬।	মামলা সংক্রান্ত তথ্য ও মামলার তথ্য ইনপুট	সভাপতি আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা অর্থাৎ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর পক্ষে এবং বিপক্ষে শ্রম আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা যেমন-শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে কয়টি, হাইকোর্ট বিভাগে কয়টি, লিভ টু আপিল, রিভিউ তে কয়টি মামলা, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, আপিলেট ট্রাইব্যুনালে কয়টি মামলা আছে এবং তার মধ্যে কনটেম্পট অব কোর্ট মামলা আছে কিনা তা ও মামলার তথ্য ইনপুট ছক আকারে সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা অর্থাৎ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর পক্ষে এবং বিপক্ষে শ্রম আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা যেমন-শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে কয়টি, হাইকোর্ট বিভাগে কয়টি, লিভ টু আপিল, রিভিউ তে কয়টি মামলা, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, আপিলেট ট্রাইব্যুনালে কয়টি মামলা আছে এবং তার মধ্যে কনটেম্পট অব কোর্ট মামলা আছে কিনা, তা এবং মামলার তথ্য ইনপুট ছক আকারে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	জনাব মোঃ তাওহীদুল হক ভূঁইয়া আইন কর্মকর্তা
১৭।	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত	**সভাপতি** অডিট আপত্তি সংক্রান্ত অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় জানান যে, অডিট আপত্তির সংখ্যাঃ মোট-৪৪ টি (SFI: ২২ টি ও Non-SFI: ২২ টি), জড়িত টাকার পরিমাণঃ ১২,৪৬,১৪,৩৩১/- টাকা। প্রধান কার্যালয়-১৯ টি (SFI- ০৪ টি, Non-SFI-১৫ টি), RCC প্রকল্প- SFI-০২ টি, NOSHTRI প্রকল্প-০৮ টি (SFI- ০৫ টি, Non-SFI-০৩ টি), ঢাকা-০৯ টি (SFI-	ক) অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। খ) আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম ও বিধি পালনপূর্বক অডিট আপত্তি রয়েছে এমন	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও হিসাব শাখা)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		০৫ টি, Non-SFI-০৪ টি), চট্টগ্রাম- SFI-০১ টি, গাজীপুর- SFI-০১ টি ,বগুড়া- SFI-০২ টি, খুলনা- SFI-০২ টি। ✓ ডিসেম্বর/২৩ মাসে প্রধান কার্যালয়ের ০২ টি Non-SFI অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে (জড়িত টাকার পরিমাণ ৮৪,০০,৬২১/- টাকা) । ডিসেম্বর/২৩ মাসে প্রধান কার্যালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের ০২ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে (স্মারক-৪০.০১.০০০০.১০১.০১.০০১.১৭.১৯৫, তারিখঃ ০৭-১২-২০২৩)। ১৯৭১ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত অডিট আপত্তির মধ্যে **ডিসেম্বর**/২৩ মাস পর্যন্ত মোট ০৮ জন কর্মকর্তার নিকট হতে ৬০,২২০/৪২ টাকা আদায় করা হয়েছে **এবং উক্ত অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিতব্য অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১৯৭১ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত ১২ টি অডিট আপত্তির তথ্য সর্বশেষ অগ্রগতিসহ গত ১৭-০৮-২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। Audit Management and Monitoring System 2.0 (AMMS-2.0) ওয়েব সফটওয়্যার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। বর্তমানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের খুলনা, রাজশাহী, বগুড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়সহ মোট ০৭টি কার্যালয় হতে Audit Management and Monitoring System 2.0 (AMMS-2.0) ওয়েব সফটওয়্যারের মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণের জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছে। 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' শীর্ষক প্রকল্প এর অডিট আপত্তিসমূহের ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য বর্তমান প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে পত্র প্রদান করা হলেও কোনো জবাব পাওয়া যায় নি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে উত্থাপিত উক্ত ০৮টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব অদ্যবধি প্রেরণ করা হয়নি। সভাপতি	ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে, অডিট আপত্তি আছে এমন ব্যক্তিদের নামে প্রয়োজনে সরকারি দাবি আদায় আইনের আওতায় বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও হিসাব শাখা)-কে অডিট নিষ্পন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার এবং পরবর্তী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৮।	বিবিধ	ক) প্রকল্প বিষয়ক আলোচনা: সমন্বয় সভার দিন, সমন্বয় সভার শুরুতে বা শেষে সুবিধামতো সময়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শগণকে নিয়ে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বিষয়ে আলাদাভাবে সভা করবেন মর্মে সভাপতি অভিমত প্রদান করলে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন। খ) আলোচ্য বিষয় অন্তর্ভুক্তি: পরবর্তী সভার কার্যপত্রের আলোচ্যসূচিতে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভা অনুষ্ঠিতের অন্তত ০৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে সভাপতি বরাবর সে বিষয়ে লিখিত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।	ক) সমন্বয় সভার দিন, সমন্বয় সভার শুরুতে বা শেষে সুবিধামতো সময়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শগণকে নিয়ে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বিষয়ে আলাদাভাবে সভা করবেন। খ)নতুন কোন আলোচ্য বিষয়ের প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। প্রস্তাব পাওয়া সাপেক্ষে আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।	১। প্রকল্প পরিচালক ডাইফ আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় ২।উপমহাপরিদর্শক (সকল) ২। সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা)

২। সকলের সুস্থতা কামনা করে পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: আবদুর রহিম খান)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০২
ই-মেইল: ig@dife.gov.bd

স্মারক নং- ৪০.০১.১০১.০০০০০.০৬.০১৫.১৭- ৭০৬ | তারিখ: ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বিতরণ: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১। প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

২। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয়

অবগতির জন্য)

৫-৯। যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (সকল) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১০-১৮। উপমহাপরিদর্শক (সকল) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১৯-৪৯। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫০। স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক, মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫১। সহকারি মহাপরিদর্শক (সকল), প্রশাসন অধিশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫২। আইন কর্মকর্তা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৩। তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৪। পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৫-৫৬। সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি)/শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি), (ফায়ার/ইলেক্ট্রিক্যাল/স্ট্রাকচারাল) টাস্কফোর্স কমিটি, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৫৭। LIMA সাপোর্ট টিম, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৫৮। জনাব সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) এবং

৫৯। অফিস কপি।

২৯/০২/২০২৪

(মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ)
সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা)